পূর্বাচল ফিল্মসের

আকাশ কুসুম

আর·ডি·বনশল নিবেদিত

পরিচালনা· মৃণাল সেন

আকাশ কুসুম

আর. ডি. বনশল নিবেদিত

মৃণাল সেন পরিচালিত

পূর্বাচল ফিল্ম প্রোডিউসার্স-এর নিবেদন

প্রযোজনা : রঞ্জিত বসু, নির্মল চক্রবর্তী

কাহিনী : আশীষ বর্মণ চিত্রনাট্য : মৃণাল সেন. আশীষ বর্মণ

সংগীত পরিচালনা সুধীন দাশগুপ্ত

আলোক চিত্র : শৈলজা চট্টোপাধ্যায়
শিল্পনির্দেশ : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : গঙ্গাধর নস্কর
রূপসজ্জা : অনন্ত দাস
শব্দগ্রহণ নৃপেন পাল
শব্দপূনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ
ব্যবস্থাপনা : মুকুল চৌধুরী
চিত্রপরিস্ফুটন : আর. বি. মেহতা
অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ : নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও
রসায়নাগার : অবনীকুমার রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চট্টোপাধ্যায়, অবনী মজুমদার
স্থির চিত্র : পিক্‌স্ ষ্টুডিও
পটশিল্প : কবি দাশগুপ্ত
সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই কোং
প্রচার সচিব : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

চিদানন্দ দাশগুপ্ত, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, জয়শ্রী ঘটক, রঞ্জিত সিন্‌হা, জগদীশ দাশগুপ্ত, এন. কে. রায় চৌধুরী, তারাপ্রসন্ন সরকার, নাট্য সম্মেলন. দি ষ্টেটস্‌ম্যান, জগমোহন ডালমিয়া, হাণ্ডলুম হাউজ, নবনীল এ্যাণ্ড কোং, লাইট হাউস্, লোটাস সিনেমা, এস. পি. সরকার, টিনওয়াল্ড প্রপার্টিজ, সোনেরাস, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, আর. সি. টি. সি, কাফে ডি মনিকো, সেন মুখার্জী এণ্ড কোং

বিশ্ব পরিবেশনা

আর. ডি. বি. এণ্ড কোং

কাহিনী

স্বপ্ন দেখে অজয়,—ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন। সে বড় হবে—তার ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একদিন বিরাট রূপ নেবে—চারিদিকে দেখা দেবে বিলাস-ব্যসনের প্রাচুর্য্য। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধা জননীকে আশ্বস্ত করতে চায়—'মা, তুমি আজকের কথা ভেবে ভয় পাও কেন—কালকের কথা ভাবতে পার না? একটা ফোর-রুমড্ ফ্ল্যাট দক্ষিণে চওড়া বারান্দা—বসবার ঘর-বেতের টেবিল—আলমারি··· খাট··· ফ্রীজ··· রেডিওগ্রাম··· টেলিফোন···তোমার ঠাকুর ঘর প্রভৃতি সবই থাকবে। এখানকার মত স্যাঁত-সেঁতে ড্যাম্প নয়···অনেক রোদ্দুর···শীতকালে তুমি রোদ পোয়াবে বারান্দায়। তুমি কিন্তু মা হাত পুড়িয়ে রান্না করবেনা তখন। ঠাকুরকে রান্না বোঝাবে মণি। ধোপাকে কাপড় বুঝিয়ে দেওয়া···আমাকে বকাবকি···সব করবে মনি। আর তুমি হাসবে। মনিতো ভাল ড্রাইভ করতে পারে। আমাদের একটা গাড়ি থাকবে···মনি সেই গাড়ি করে তোমাকে নিয়ে যাবে···দক্ষিণেশ্বর, কালিঘাট, বেলুড়। কি, বিশ্বাস হচ্ছেনা?'' মায়ের পক্ষে এ সব বিশ্বাস করা কি সম্ভব?

অজয়ের বন্ধু সত্যেনও তার এ সব পরিকল্পনায় আস্থাহীন। সাহেব কোম্পানীর বড় চাকুরে—ধনীর সন্তান। বন্ধুকে সে বোঝাতে চায়—ছোট ব্যবসা

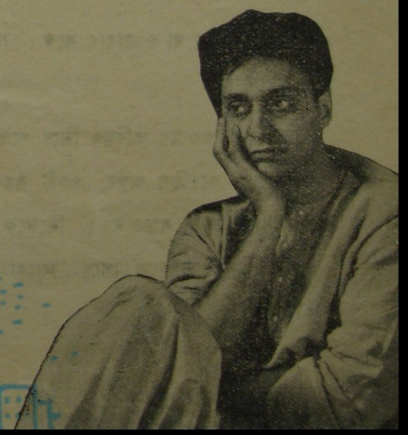

বড় ব্যবসার চাপে নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অজয় তা স্বীকার করেনা। দালাল ফনীবাবুর পরামর্শে সে ডিসপোজালের মাল কিনে অফিস খুলে বসে। প্রচুর লাভের আশায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে।

হঠাৎ দেখা মনিকার সঙ্গে—বিবাহ বাড়ীর গানের আসরে অজয়ের মধুক্ষরা কণ্ঠ মনিকার মনপ্রাণ আকর্ষণ করে। দুজনের আলাপ জমে ওঠে। অজয়ের

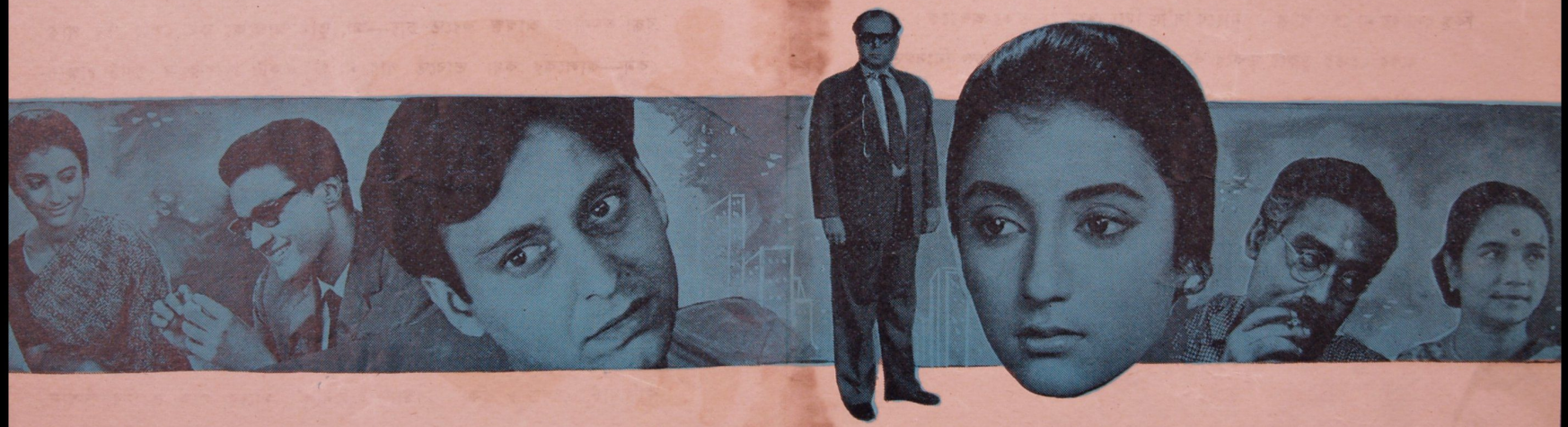

পরিচয় হয় মনির মা ও বাবার সঙ্গে। সবাই পুলকিত—মনি ও অজয় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু অজয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে সত্যেন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। বলে—'তুই খুব অন্যায় করেছিস অজয়, একটি সরল মেয়েকে এভাবে...।' অজয়ের কিন্তু তখন ফিরে আসা সম্ভব নয়। নিজেকে ধনী ব্যবসায়ী রূপে প্রকাশ করেছে... একটি মিথ্যা ঢাকতে গিয়ে আরো মিথ্যার ভীড়ে জড়িয়ে পড়তে হয় তাকে।

অসহ্য লাগে...তবু এ নাটকের অভিনয় তাকে চালাতে হয় দুরন্ত বিশ্বাসে। সে একদিন বড় হবে...তখন সব কথা বুঝিয়ে বলবে মনিকে।

কিন্তু অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে এক বিরাট ধ্বসের আক্রমণ অজয়কে বিচলিত করে তোলে। তবু লড়াই করে চলে সে প্রাণপন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারল না অজয়।

যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে অজয় ও মনির মধ্যে—যে ভবিষ্যৎ রচনা করেছে দুজনে দুজনকে কেন্দ্র করে, তাও আজ এসে দাঁড়িয়েছে এক প্রচণ্ড সঙ্কটের মুখে।

.....এও কি আকাশ কুসুম!

নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে মণিকার বাবা বুঝতে পারেন, ছেলেটি ঠগ, জোচ্চোর, ব্লাফার। Imposter!

মণিকার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। পৃথিবীটা কি অসহ্য নিষ্ঠুর!

অজয়ের শেষ কথা এখনো বলা হয় নি ওদের। এ বাড়িতে আসে। নানা অপমান সহ্য করে মুখ বুজে। মণিকাকে সব কথা বলতে হবে।

করুণা চায় না, অজয় নিজেকে বোঝাতে চায়। এবং বুঝতে চায়। কিন্তু বলা হয় না শেষ পর্যন্ত। নীরবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে হয় অজয়কে।

ঘরের ভেতর ডুকরে ডুকরে কাঁদে মণিকা। যেন এক প্রচণ্ড নিঃসঙ্গতা! অসহ্য বন্দীদশা!!

রাস্তায় পা বাড়াবে হঠাৎ কি ভেবে ফিরে তাকায় অজয়। দূরে ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে দোতালার বারান্দায় অপলক চোখে দাড়িয়ে আছে মণিকা। দুচোখ ভরা জল। হাত তোলে অজয়। মণি সাড়া দেয়। হাত তোলে।

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে মণিকা, জানলার পাশে।

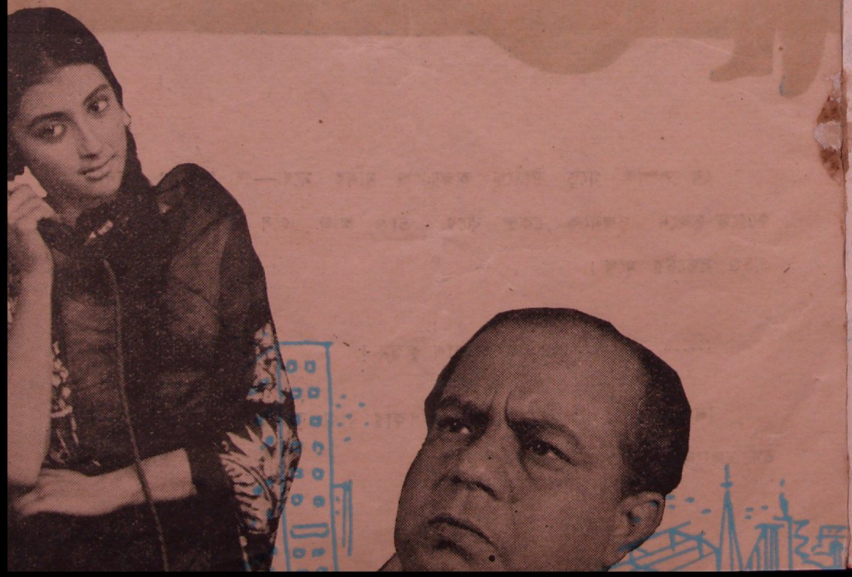

সহযোগী প্রযোজনা : বিশ্বনাথ মল্লিক, সুধীর মিত্র

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা : ইন্দর সেন, আশীষ সেনগুপ্ত

আলোকচিত্র : জয়প্রতাপ মিত্র, দুর্গা রাহা, নুর আলি, কানাই দাস।

শব্দপুনর্যোজন : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ভোলানাথ সরকার, পাঁচুগোপাল ঘোষ, এডেল মুলান

সম্পাদনা : বাসুদেব বন্দোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা : রতি দাস, গোকুল বালা, অতুল দে

সংগীত পরিচালনা : অলোক দে অশোক রায়

শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন, মনি অধিকারী

শিল্পনির্দেশ : সুরথ দাস, লালমোহন বোধক, মনি দাস

রূপসজ্জা : ভীম নস্কর

আলোক সম্পাত : কেষ্ট দাস, দুখীরাম ব্রজেন দাস, মঙ্গল সিং, অনিল পাল, সতীশ হালদার, জগন ভকত, রাম খিলান

রূপায়ণে :

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দাশগুপ্ত, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়,
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, প্রফুল্লবালা দেবী, সতী দেবী, ফাল্গুনী মজুমদার, সমর নাগ, বঙ্কিম ঘোষ, রসরাজ চক্রবর্তী, শোভেন চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম রানা, ননী ও সতু, প্রবীর ভট্টাচার্য, কল্যান দাশগুপ্ত, শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

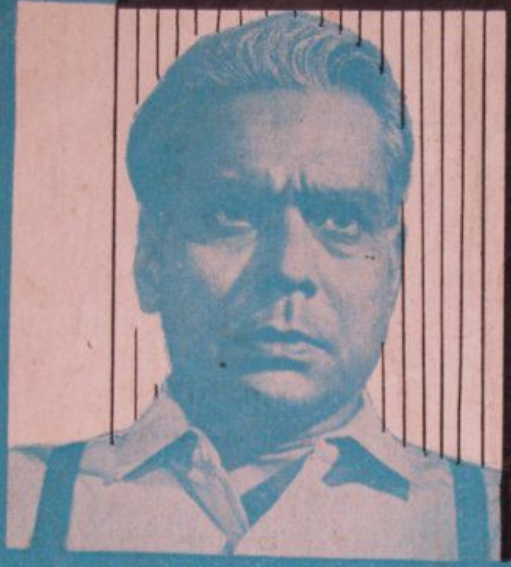

আর·ডি·বনশল
প্রযোজিত

কাঁচ কাটা হীরে

পরিচালনা
অজয় কর
সঙ্গীত·হেমন্ত মুখার্জী

শ্রেষ্ঠাংশে
সৌমিত্র·বিকাশ·লিলি
শুভেন্দু·সবিতা
ছায়া দেবী

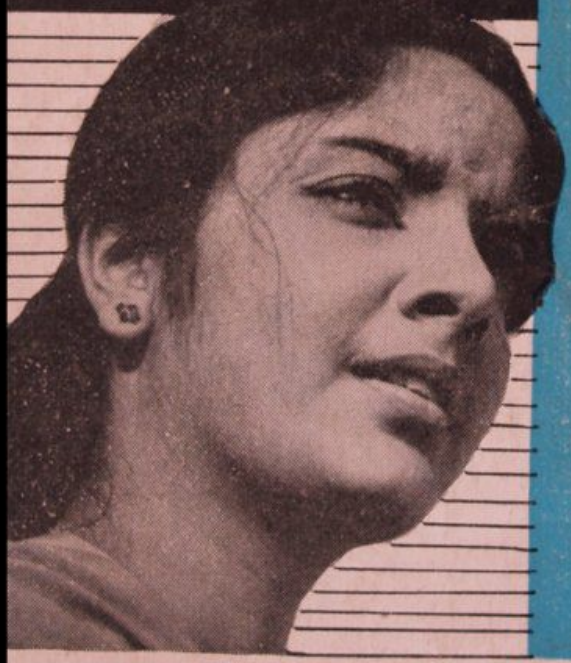

'আর. ডি. বি'র প্রচার ও জন-সংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।
ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।